রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার, নভেম্বর ৩০, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৯ নভেম্বর ২০১৯

নং ২৮.০০.০০০০.০৩৬.২২.০০৬.১৯.১৮৮—"দেশজ প্রাকৃতিক তেল/গ্যাস অনুসন্ধান নীতিমালা, ২০১৯" প্রজ্ঞাপনটি এতদ্‌সঙ্গে প্রকাশ করা হলো।

"দেশজ প্রাকৃতিক তেল/গ্যাস অনুসন্ধান নীতিমালা, ২০১৯"

১। **ভূমিকা :**

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জ্বালানির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ গড়তে সকলকে যৌক্তিক মূল্যে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। গত এক দশকে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৬% এর উর্ধ্বে রাখার ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ২০,০০০ মেগাওয়াট। দেশে উৎপাদিত গ্যাসের প্রায় ৬০% বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। দেশে ব্যাপকভিত্তিতে গ্যাসের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের উৎপাদিত গ্যাস এই বর্ধিষ্ণু চাহিদা মেটানোর জন্য যথেষ্ট নয়। সম্প্রতি লিকুইফাইড ন্যাচারাল গ্যাস (এলএনজি) আমদানির মাধ্যমে গ্যাসের চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। আমদানিকৃত এলএনজি অত্যধিক ব্যয়বহুল হওয়ায় দেশে সরবরাহকৃত জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই সুপরিকল্পিতভাবে দেশের অনশোর ও অফশোরে গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম জোরদার করা দরকার। তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য দেশের অনশোর অঞ্চলকে ২২টি ব্লকে এবং অফশোর অঞ্চলকে ২৬টি ব্লকে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক জ্বালানির আমদানি নির্ভরশীলতা হ্রাসকল্পে প্রচলিত পদ্ধতির পাশাপাশি আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর অনুসন্ধান পদ্ধতি ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে দেশজ প্রাকৃতিক তেল/গ্যাস অনুসন্ধান নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

মূল্য : টাকা ৮.০০

২। **শিরোনাম :** এ নীতিমালা "দেশজ প্রাকৃতিক তেল/গ্যাস অনুসন্ধান নীতিমালা, ২০১৯" নামে অভিহিত হবে।

৩। এ নীতিমালার আওতায় চিহ্নিত কার্যক্রম পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন সংশ্লিষ্ট কোম্পানি এবং জিএসবি'র মাধ্যমে সম্পাদন করা হবে।

৪। দেশজ প্রাকৃতিক তেল/গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে :

৪.১) **তেল/গ্যাস অনুসন্ধানে সঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ :**

৪.১.১) সরকারি অনুসন্ধান/উত্তোলন কোম্পানিসমূহ কর্তৃক গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে পূর্বনির্ধারিত Standard Operating Procedure (SOP)/Standard Exploration Procedure অনুসরণ করা হবে। এ লক্ষ্যে পরিবেশ, নিরাপত্তা তথা সার্বিক দিক বিবেচনা করে বাপেক্স পূর্ণাঙ্গ SOP ম্যানুয়েল প্রণয়ন করে তা অনুসরণ নিশ্চিত করবে। এছাড়া বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল) ও সিলেট গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (এসজিএফএল) তাদের ম্যান্ডেট অনুযায়ী তেল/গ্যাস উত্তোলনের স্বতন্ত্র SOP প্রণয়নপূর্বক তা অনুসরণ করবে।

৪.২) **সার্ভে সম্পাদন :**

৪.২.১) অনশোরের সম্ভাবনাময় যেসব এলাকায় এখনও ভূতাত্ত্বিক ও ভূপদার্থিক জরিপ সম্পাদন করা হয়নি সেসব এলাকায় ধারাবাহিকভাবে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ভূতাত্ত্বিক ও ভূপদার্থিক জরিপ সম্পাদন করা হবে। ক্ষেত্রবিশেষে অনুসন্ধান কাজে প্রয়োজন হলে বাপেক্সের সাথে জিএসবি'কে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৪.২.২) ভূতাত্ত্বিক জরিপের ভিত্তিতে অনশোরের যেসব সম্ভাবনাময় এলাকায় এখনও ২ডি সাইসমিক সার্ভে সম্পাদন করা হয়নি, সেসব এলাকায় নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে উপযুক্ত ২ডি সাইসমিক সার্ভে সম্পাদন করতে হবে। ২ডি সাইসমিক সার্ভে থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বাপেক্স কর্তৃক বিশ্লেষণ করা হবে। এক্ষেত্রে পেট্রোবাংলার অংশগ্রহণসহ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণ এবং আধুনিক কার্যকর প্রযুক্তি ও পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে।

৪.২.৩) ২-ডি সাইসমিক সার্ভে হতে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে চিহ্নিত ও সম্ভাবনাময় প্রসপেক্টসমূহে কূপ খননের পূর্বে প্রয়োজনে ৩ডি সাইসমিক সার্ভে পরিচালনাকরতঃ প্রসপেক্টসমূহের বিস্তৃতি সঠিকভাবে নির্ণয়পূর্বক অনুসন্ধান কূপ খননের সঠিক স্থান নির্ধারণ করা হবে।

৪.২.৪) অফশোরের যেসব এলাকায় এখনও ব্লক বরাদ্দ প্রদান করা হয়নি, সেসব এলাকায় প্রয়োজনে মাল্টিক্লায়েন্ট সার্ভে সম্পাদন করা হবে।

৪.২.৫) অফশোরের বরাদ্দকৃত ব্লকে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নিয়োজিত ইজারাদারের মাধ্যমে উপযুক্ত ভূতাত্ত্বিক ও ভূপদার্থিক জরিপ সম্পাদন করা হবে।

৪.২.৬) দীর্ঘ মেয়াদে জ্বালানির আমদানি নির্ভরতা হ্রাসকল্পে দেশজ তেল/গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অপ্রচলিত রিজার্ভার (unconventional reservoir) চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে উপযুক্ত ভূতাত্ত্বিক ও ভূপদার্থিক জরিপ সম্পাদন করা হবে। এ লক্ষ্যে উপযুক্ত জনবল গড়ে তোলা হবে।

৪.৩) **খনন কূপ চিহ্নিতকরণ :**

৪.৩.১) উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণে অনশোরে চিহ্নিত সম্ভাবনাময় প্রসপেক্ট-এ অনুসন্ধানযোগ্য কূপের সংখ্যা, স্থান ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে একটি লিড/প্রসপেক্ট ম্যাপ প্রণয়ন করা হবে। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুসন্ধান কূপ খনন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৪.৩.২) এ্যাপ্রাইজাল, উন্নয়ন ও ওয়ার্কওভার কূপ চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে SOP অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ কর্মকর্তাগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সরকারি ও বেসরকারি বিশেষজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ গ্রহণ করা হবে।

৪.৩.৩) যেসব কূপ ড্রাই, স্থগিত বা পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে তা SOP অনুসরণ করে পুনঃমূল্যায়ন করা হবে।

৪.৩.৪) অপ্রচলিত রিজার্ভার (unconventional reservoir) থেকে আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর পদ্ধতি ব্যবহার করে দেশজ তেল/গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৪.৪) **ব্লক ব্যবস্থাপনায় আইওসি'র অংশগ্রহণ :**

৪.৪.১) অফশোরে তেল/গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও উৎপাদন কার্যক্রম জোরদার করা হবে।

৪.৪.২) আইওসি এর নিকট অফশোরের ব্লক আকর্ষণীয় করার জন্য প্রয়োজনবোধে সময় সময় প্রোডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট (পিএসসি) যুগোপযোগী করা হবে।

৪.৪.৩) অফশোরে উত্তোলিত তেল/গ্যাস সাব-সী পাইপলাইনের মাধ্যমে জাতীয় গ্যাস গ্রীডে সরবরাহ অথবা অফশোরে স্থাপিত প্লাটফর্মে এলএনজি'তে রূপান্তর করে সরবরাহ করা হবে।

৪.৪.৪) অনশোরে তেল/গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য যুগোপযোগী পিএসসি, রেভিনিউ শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট (আরএসসি), জয়েন্ট ভেঞ্চার, কনসেশন-সহ আধুনিক ব্লক বরাদ্দ ব্যবস্থাপনা পরীক্ষা/নিরীক্ষা করা হবে।

৪.৫) **দক্ষ ব্যবস্থাপনা :**

৪.৫.১) তেল/গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও উৎপাদন কার্যক্রম ত্বরান্বিত ও গতিশীল রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ও কারিগরি কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে পেট্রোবাংলা ও সংশ্লিষ্ট কোম্পানিসমূহে আধুনিক ও যুগোপযোগী হার্ডওয়্যার/সফটওয়্যার-এর সুবিধাসম্বলিত স্বয়ংসম্পূর্ণ ও শক্তিশালী Research and development (R & D) Unit গঠন করা হবে। প্রস্তাবিত R & D Unit গঠনের পাশাপাশি দেশের সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা/সহযোগিতা বৃদ্ধি করা হবে।

৪.৫.২) তেল/গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও উৎপাদনসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং এ বিষয়ক উত্তম চর্চা অনুসরণ করা হবে। এক্ষেত্রে, প্রয়োজনে দেশি/বিদেশি সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো হবে।

৪.৫.৩) তেল/গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও উৎপাদনসহ আহরিত যাবতীয় প্রাথমিক ও প্রক্রিয়াজাত ডাটা সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ, ব্যবহার ও শেয়ারিং-এর লক্ষ্যে পেট্রোবাংলা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কোম্পানিসমূহের সহায়তায় একটি কেন্দ্রীয় ডাটা পলিসি প্রণয়ন করা হবে এবং পেট্রোবাংলার কেন্দ্রীয় ডাটা ব্যাংকের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

৪.৫.৪) তেল/গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আধুনিক ও যুগোপযোগী হার্ডওয়্যার/সফটওয়্যার ব্যবহারপূর্বক যথাক্রমে বেসিন মডেলিং, জিওলজিক্যাল/ স্ট্যাটিক রিজার্ভার মডেলিং, ওয়েল মডেলিং ও ডাইনামিক মডেলিং/সিমুলেশন প্রভৃতি কার্যক্রম সম্পাদনকরতঃ পর্যায়ক্রমে পেট্রোলিয়াম সিস্টেম পর্যালোচনা, অনুসন্ধান কূপ খনন, গ্যাসের মজুদ নির্ণয়, রিজার্ভার মনিটরিং টুল হিসেবে ৩ডি/৪ডি সাইসমিক সার্ভে সম্পাদন, প্রোডাকশন ফোরকাস্টিং/ডিপ্লিশন প্ল্যান ইত্যাদি প্রস্তুত করা হবে। এক্ষেত্রে দক্ষ জনবল গঠনের জন্য যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের (স্থানীয়/বৈদেশিক) ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫। **নীতিমালার ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষমতা :**

এই নীতিমালার কোন অস্পষ্টতা থাকলে এবং কোন অনুচ্ছেদ বা বিষয়ে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ব্যাখ্যা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd